দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

64

শিক্ষাঙ্গনে

এমবিবিএস পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা বন্ধের দাবী

মৌখিক পরীক্ষায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং অসাধুতার সুযোগ অনেক বেশী। এসব অপকারিতার কথা বিবেচনা করেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ— ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভর্তি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু ডাক্তারী ভর্তি পরীক্ষায় তা বন্ধ করা হয়নি। চরম আন্দোলনের মুখেই স্বৈরাচারী সরকার মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গত ১৯৯২ সাল হতে মৌখিক পরীক্ষা পুনরায় চালু করেছে। জানি না কাদের স্বার্থে এটা আবার চালু করলো।

আর এই মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি যা করার দরকার ছিল, তা-ই করেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৯৩ সালের ৪৮ বোর্ডের নম্বর তালিকা অন্যায়-অবিচার এবং স্বজনপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমি ১৯৯৩-এর ঢাকা মেডিকেলের মৌখিক পরীক্ষার ২০নং বোর্ডের অনিয়ম; স্বজনপ্রীতি এবং অবিচারের বিষয়ে আমার ১৪-৬-৯৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রমাণসহ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট তার প্রতিকার চেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টির অন্যায় এবং অবিচারের প্রমাণগুলো বুঝতে পেরে সংগে সংগেই অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল শিক্ষা পরিচালক-এর নিকট ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। কোন খবরাখবর না পেয়ে কিছু দিন পর আমি নিজেই মাননীয় স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী জনাব মোঃ সিরাজুল হক সাহেবের সাথে দেখা করি। তিনি আমার সামনেই টেলিফোনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল শিক্ষার পরিচালককে ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়ে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেয়ার জন্য টেলিফোনে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন আবারো। কিন্তু অদ্যাবধি তার কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা— আমি জানতে পারিনি। অথচ, এদিকে মেডিকেল ভর্তির লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী পরীক্ষা এসে পড়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বিশেষ অনুরোধ, যেহেতু মৌখিক পরীক্ষায় অন্যায়, স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির সুযোগ বেশী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে। সেহেতু মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়ার দাবী জানাচ্ছি।

—শরফুদ্দীন আহমেদ,
পুবালী ব্যাংক লিমিটেড,
মতিঝিল শাখা, ঢাকা।